

তাহারাতের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ:

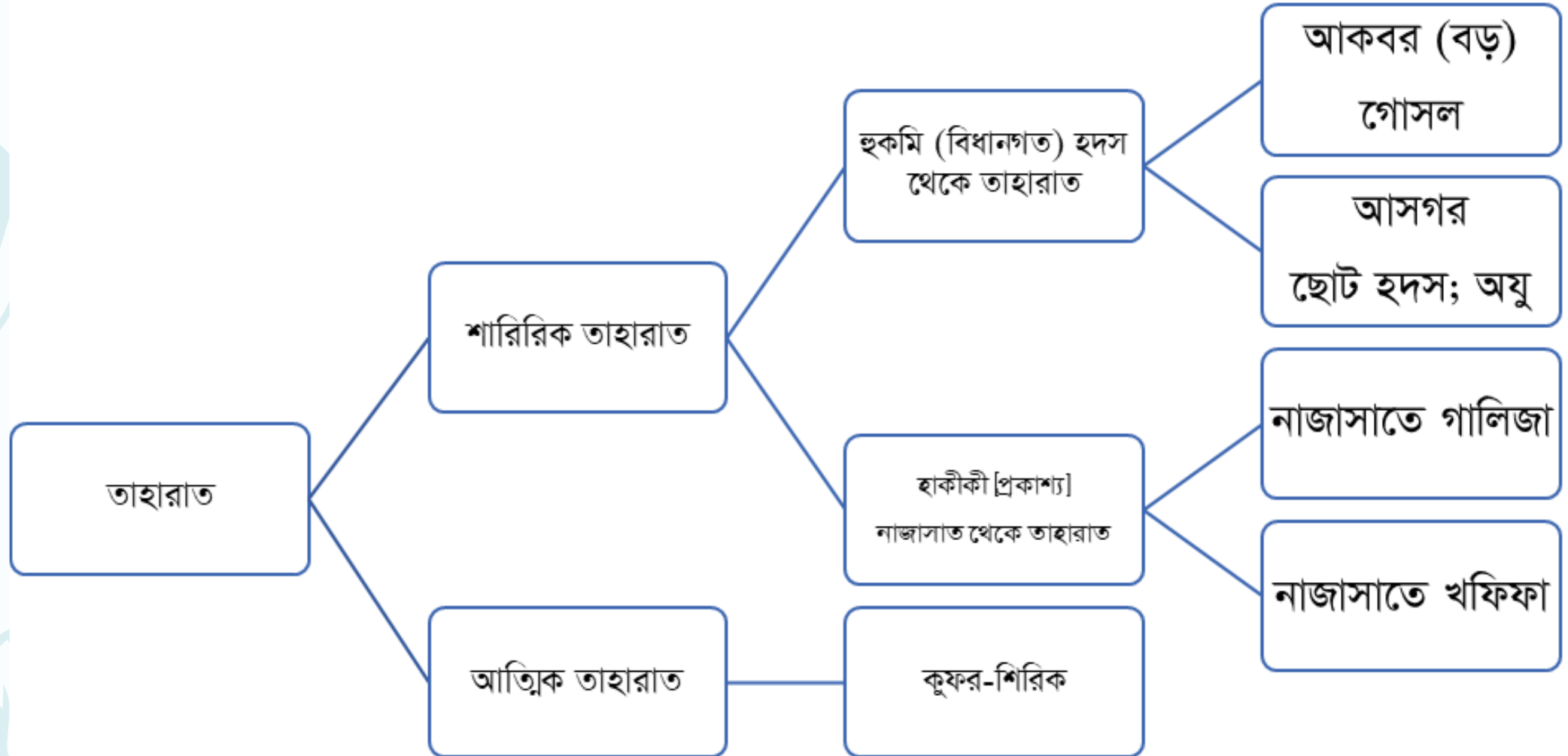
‘তাহারাত’ এর আরবি শব্দ; [النظافة والنزاهة], অর্থ হলো পবিত্রতা। এটি ‘নাজাসাতের’ বিপরীত।

শরিয়াতের পরিভাষায়

رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب.

শরিয়াত নির্দেশিত পন্থায়; সালাত পড়তে প্রতিবন্ধক এমন হৃদস এবং নাজাসাত [নাপাক] থেকে পানি বা মাটির মাধ্যমে পবিত্র হওয়াকেই তাহারাত বলে।

তাহারাতের প্রকারভেদ



আত্মিক তাহরাত: তা হলো শিরক, পাপাচার ও যা কিছু অন্তরকে কলুষিত করে তা থেকে পবিত্রতা। হৃদয়ে শিরকের উপস্থিতি বজায় রেখে কখনো তাহরাত অর্জন করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

“হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং, তারা যেনো মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় তাদের এ বছরের পর।” সূরা আত তাওবা: ২৮

এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

“ঈমানদার ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে কখনোই একেবারে অপবিত্র হতে পারে না।” সহিহ বুখারি: ২৮৩

শারীরিক পবিত্রতা: বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনকে বুঝানো হয়। আর এটিই হচ্ছে ঈমানের দ্বিতীয় অঙ্গ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।” সহিহ মুসলিম: ২২৩

আর বাহ্যিক নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের মানসে ওযু, গোসল বা তায়াম্মুম এবং শরীর, পোশাক, সালাতের জায়গা ইত্যাদি থেকে বাহ্যিক নাপাকি দূরীকরণের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

শারীরিক পবিত্রতা দু'প্রকার:

- ১। হুকমী (বিধানগত) হৃদস থেকে পবিত্রতা,
- ২। প্রকাশ্য নাপাকি থেকে পবিত্রতা।

হুকমী (বিধানগত) হৃদস থেকে পবিত্রতা দু'প্রকার

❖ ছোট নাপাকি (হৃদসে আসগর)

যা সংঘটিত হলে ওযুকে আবশ্যিক করে। যেমন: পেশাব, পায়খানা ও অন্যান্য ওযু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ। ওযুর মাধ্যমে এ ধরনের নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করা হয়।

❖ বড় নাপাকি (হৃদসে আকবর)

যা গোসলকে আবশ্যিক (ফরজ) করে দেয়। যেমন, সঙ্গমজনিত নাপাকি, মাসিক ঋতু ইত্যাদি। এ থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হলো গোসল।

বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের দু'টি মাধ্যম: পানি ও মাটি

পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে পাক মাটি পানির স্তূলাভিষিক্ত। পানি ব্যবহারে স্বাস্থ্যগত কোনো সমস্যার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিলে অথবা ওয়ু-গোসলের পানি যোগানো অসম্ভব প্রমাণিত হলে পানির পরিবর্তে পবিত্র মাটি কর্তৃক পবিত্রতা অর্জন করার শরয়ী বিধান রয়েছে।

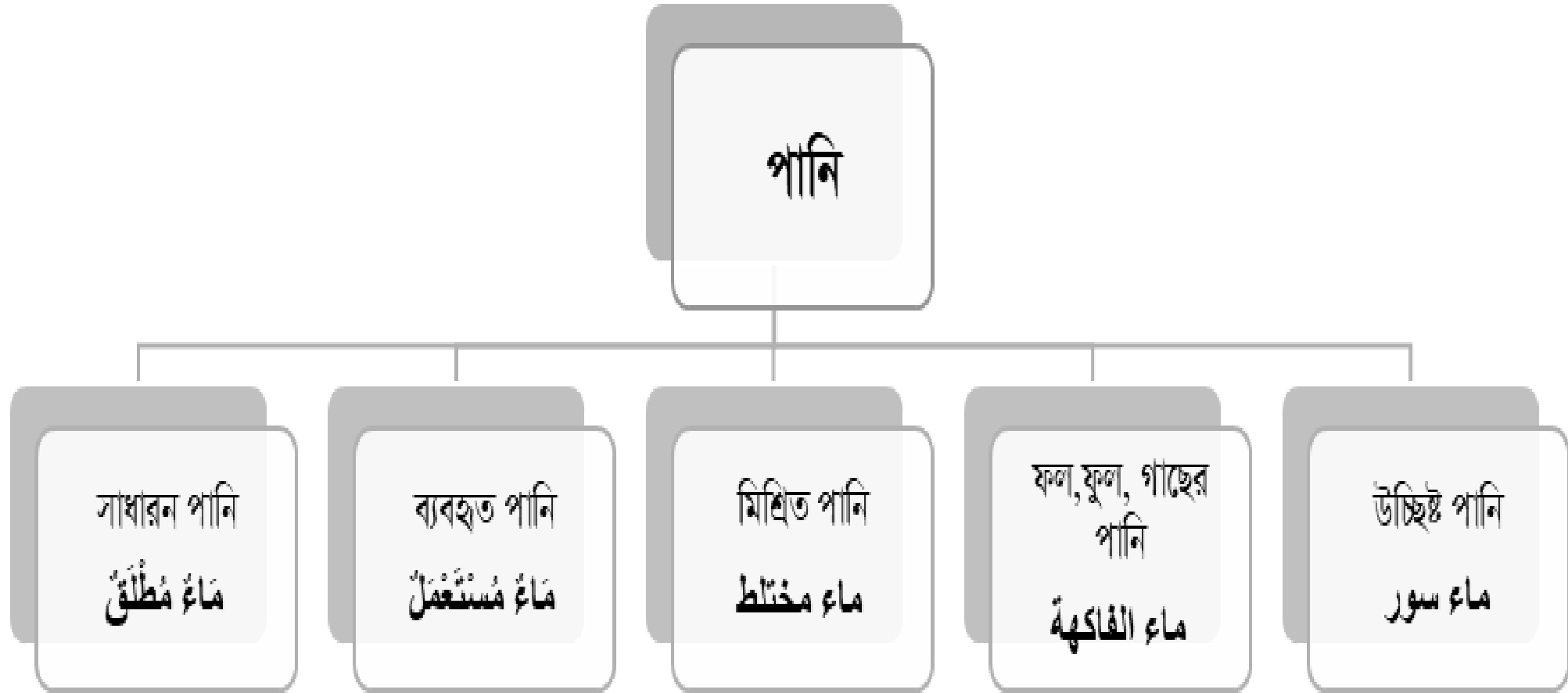
আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ

“নিশ্চয় পবিত্র মাটি মুসলিমদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের এক বিকল্প মাধ্যম। যদিও সে দশ বছর নাগাদ পানি না পায়।”

তিরমিযী: ১২৪

পানির প্রকারভেদ



১. সাধারণ পানি ও তার বিধান - مَاءٌ مُطْلَقٌ

সাধারণ পানি (পবিত্র পানি) যা তার সৃষ্টিগত মৌলিকতার উপর বজায় থাকে এবং তা না-পাক বস্তু থেকে মুক্ত। এটা ঐ সমস্ত পানি যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। যেমন, বৃষ্টি কিংবা বরফ বা শিলা। অথবা ভূমি থেকে উদ্ভূত হয় যেমন সাগরের পানি, নদীর পানি, বৃষ্টির পানি, কূপের পানি।



সমুদ্রের পানি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

هُوَ الطَّهُّورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“সমুদ্রের পানি পবিত্র ও অন্যকে পবিত্রতাকারী এবং উহার মৃত হালাল” আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৩

তবে কোনো নাপাক বস্তু কর্তৃক পানির রং, ঘ্রাণ ও স্বাদের কোনো একটির পরিবর্তন ঘটলে তা নাপাক বলে পরিগণিত হবে। এ ব্যাপারে আলিমদের কোনো দ্বিমত নেই।

হাদীসের আলোকে সাধারণ পানি বলতে এমন পানি বুঝায় যার স্বাদ, গন্ধ, এবং রং স্বাভাবিক। ইবনে মাজা-৫২১

হুকুম- নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রতাকারী; এর দ্বারা নাজাসাত ও হাদাস উভয়েই দূর হবে।

২. ব্যবহৃত পানি ও তার বিধান مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ

কোন পানি দিয়ে ওয়ু/গোসল করলে সেই পানিকে ব্যবহৃত পানি বলে অর্থাৎ যেই পানিকে একবার কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

হুকুম: নিজে পবিত্র (যদি তার সাথে কোনো নাপাকী মিশ্রিত না হয়ে থাকে) কিন্তু অন্যকে পবিত্রতাকারী নয় অর্থাৎ হাদাস তথা এর দ্বারা দ্বিতীয় বার পবিত্রতা অর্জন করা যায় না ; কিন্তু এর দ্বারা নাজাসাত দূর হয় ।

হযরত আবু মুসা (রা) বলেন -রাসূল ﷺ একটি পাত্রে পানি আনতে বললেন । এরপর তিনি তাতে হাত ও মুখ মডল ধৌত করিলেন এবং তাতে কুলি করিলেন । তারপর তাদের কে (আবু মুসা (রা) ও বিলাল (রা) বললেন এখান থেকে কিছু পানি পান কর এবং অবশিষ্ট পানি চেহারা ও সীনার উপর ঢেলে দাও । সহীহ বুখারী ১/৩১-৩২
এই হাদীস থেকে জানা গেলো যে, ব্যবহৃত পানি পাক, তা পান করা যায় এবং শরীরে প্রবাহিত করা যায় ।



আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন

لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ

“তোমাদের কেউ জুনুবি অবস্থায় (অর্থাৎ যখন গোসল ফরয হয়) স্থির পানিতে গোসল করবে না” সহীহ মুসলিম, ২৮৩

তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে ফরজ গোসল না করে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল হে আবু হুরায়রা তাহলে কিভাবে? তিনি উত্তরে বললেন প্রয়োজন পরিমান পানি তুলে নিয়ে আসবে। সহীহ মুসলিম ১/১৩৮
এই হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, ব্যবহৃত পানি দ্বিতীয় বার পবিত্রতা অর্জনের উপযুক্ত থাকে না, এতএব এই পানি নিজে পাক কিন্তু অন্যকে পাক করতে পারে না।

৩. মিশ্রিত পানি ও তার বিধান - ماء مختلط

যে পানি না-পাক বস্তু থেকে মুক্ত এবং তাতে কোন পাক বস্তু মিশ্রিত হওয়ার ফলে মিশ্রণের প্রবলতা পানির স্বভাবগুণ থেকে প্রবল হয়ে যায় তাকে মিশ্রিত পানি বলে।

হুকুম: পূর্বোক্ত ব্যবহৃত পানির হুকুমের ন্যায়।

পানি- মিশ্রিত-অমিশ্রিত সাব্যস্ত হওয়া এবং না হওয়ার মূলনীতি

পানিতে মিশ্রিত পাক বস্তু ২ রকম হতে পারে, ১. কঠিন বস্তু ২. তরল বস্তু

পানিতে কঠিন পাক বস্তু মিশ্রিত হলে,

যদি পানির স্বাভাবিক প্রবাহতা ও তরলতা অক্ষুন্ন থাকে তবে তা অমিশ্রিত পানি পক্ষান্তরে যদি পানির স্বাভাবিক প্রবাহতা ও তরলতা ক্ষুন্ন হয় তবে তা মিশ্রিত পানি।

পানিতে তরল পাক বস্তু মিশ্রিত হলে-

- ☐ সেই তরল বস্তুর রঙ পানির রঙ থেকে ভিন্ন হলে প্রবলতা সাব্যস্ত হবে রঙ দ্বারা যেমনঃ ড্রিংকস, শরবত ইত্যাদি
- ☐ সেই তরল বস্তুর রঙ আর পানির রঙ এক হলে প্রবলতা সাব্যস্ত হবে স্বাদ দ্বারা- যেমনঃ ডিজেল, পেট্রোল ইত্যাদি
- ☐ সেই তরল বস্তুর পানি থেকে আলাদা রঙ ও স্বাদ না থাকলে প্রবলতা সাব্যস্ত হবে ওজন ও পরিমাণ দ্বারা।



পানিতে যেসকল পদার্থ মিশ্রিত হয়ে;
পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তিত হলেও পানি পাক থাকে।

- ❑ দীর্ঘদিন থাকার ফলে যদি পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায় তবে তাও পাক।
- ❑ শেওলা, গাছের পাতা, ফল ইত্যাদি পানিতে পড়ে পড়ে যদি পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায় তবে তাও পাক।
- ❑ পানিতে সাবান, আটা ইত্যাদি পড়লে যদি পানির বৈশিষ্ট্য প্রবল হয় তবে তা দিয়ে ত্বাহারাত হাসিল করা জায়েয, পানির বৈশিষ্ট্য প্রবল না হলে তাহারাত হাসিল করা নাজায়েয। তবে উভয় অবস্থায় পানি পাক।

8. ماء الفاكهة- ফল, ফুল, গাছের পানি

বৃক্ষ কিংবা ফল থেকে নিংড়ানো পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ নয়। হেদায়া



৫. উচ্ছিষ্ট পানি - ماء سور

উচ্ছিষ্ট হলো ঐ পানি; যা মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণী পান করার পর পাত্রে অবশিষ্ট থাকে। আল ফিকহুল মুয়াস্সার পৃ ২৩

হুকুম- পানকারী প্রাণীর বিভিন্নতার কারণে তার বিধান রকমের হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি মূলনীতি-



পাক উচ্ছিষ্ট

❖ সকল টাইপের মানুষ; (মুসলিম-অমুসলিম; পবিত্র হোক কিংবা অপবিত্র) যদি মুখে প্রকাশ্যে কোন নাপাকী না থাকে; তার-উচ্ছিষ্ট পাক;



❖ সকল প্রকার হালাল প্রাণীর ঝুটা পবিত্র; তা দ্বারা হৃদস কিংবা নাজাসাত দূর করা যাবে।

মাকরুহ উচ্ছিষ্ট

- ❖ গৃহে বসবাসরত প্রাণী যেমন; বিচ্ছু, সাপ, ব্যাঙ, বিড়াল, ইঁদুর ইত্যাদির উচ্ছিষ্টও পবিত্র। তবে সাধারণ পানি থাকা অবস্থায় তা ব্যবহার করা মাকরুহে তানযীহি। অনুরূপভাবে শিকারী পাখীর উচ্ছিষ্ট যেমন- চিল, মাছরাঙ্গা-বাজ ইত্যাদি পাক তবে পবিত্রতা অর্জন মাকরুহ।



না-পাক উচ্ছিষ্ট

- ❖ কুকুর-শুকার এবং সকল হিংস্র প্রাণী যথা সিংহ, বাঘ, হাতী, শিয়াল, চিতা, নেকড়ে ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট না-পাক। তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না।



সন্দেহ

- ❖ খচ্চর- গাধার উচ্ছিষ্ট পানি; অন্য কোন পানি পাওয়া না গেলে অযু-তায়াম্মুম উভয়টি করে হদস দূর করবে।
- বি.দ্র. যে সকল প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পাক; তার ঘামও পাক আর যে সব প্রাণীর উচ্ছিষ্ট নাপাক তার ঘামও নাপাক।

